

চাকরিতে প্রবেশের বয়স বৃদ্ধির দাবিতে শাহবাগে অবরোধ

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৩৫ বছর করার দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কয়েকশ চাকরিপ্রার্থী। অবরোধের কারণে গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত শাহবাগের মোড়ে যান চলাচল বন্ধ ছিল। ফলে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের লাঠিপেটা করে সরিয়ে দেয়। এতে অবরোধকারীরা সড়ক ছেড়ে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ ঘটনায় পুলিশ দুই অবরোধকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের লাঠিপেটায় দুইজন চাকরিপ্রার্থী আহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল বেলা সাড়ে তিনটার দিকে 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী পরিষদ' ব্যানারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে পাশ করা দুইশতাধিক চাকরিপ্রার্থী শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান নেন। তারা সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ করার দাবিতে নানা শ্লোগান দিতে থাকেন। পরে বেলা ৪টার দিকে সেখান থেকে তাদের একটি বিক্ষোভ মিছিল শাহবাগ মোড়ে এসে আসে এবং সড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধকারীদের সরে যেতে বললেও তারা তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যান। এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিপেটা করে সেখান থেকে তাদের সরিয়ে দেয়। এসময় পুলিশ বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী পরিষদের সভাপতি মো: ইমতিয়াজ হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুজ্জামানকে আটক করে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশের লাঠিপেটায় আব্দুল আলীম ও কবীর নামে দুই চাকরিপ্রার্থী আহত হন।

বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী পরিষদের সদস্য সচিব হাসান মাহমুদ বলেন, সরকার চাকরিতে অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়ে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

চাকরিতে প্রবেশের

প্রথম পৃষ্ঠার পর ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছর করেছে আর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৬০ বছর। শিক্ষকদের ৬৫ বছর ও বিচারপতিদের অবসরের বয়স ৬৭ বছর করা হয়েছে। অথচ চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বছরই রাখা হয়েছে। এতে দিন দিন বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, ১৯৯০ সালে সরকার চাকরির বয়স ২৭ বছর থেকে ৩০ বছর করেছিল। কিন্তু এরপর থেকে আজ পর্যন্ত এর কোন পরিবর্তন দেখছি না। অথচ দিন দিন দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫ বছর করার দাবিতে গত ৫ বছর যাবত তারা আন্দোলন করছেন।

ঘটনাস্থলে পুলিশের রমনা জোনের এডিসি মো: ইব্রাহিম খান সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে। তবে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে আন্দোলন করলে আইশুল্ক বাহিনী অবশ্যই তাদের সরিয়ে দিতে বাধ্য হবে এবং আমরা সেটাই করছি। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুইজনকে আটক করে থানায় নেয়া হয়েছে, পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের ছেড়ে দেয়া হবে।